বগালেক

এক অপার প্রাকৃতিক বিস্ময়

● এস এম আজাদ

বান্দরবানের বগালেক শুধু পাহাড়ি সৌন্দর্য নয়, এক অপার বিস্ময়ও। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ফুট ওপরে ১৫ একর আয়তনের এই হ্রদ পর্যটকদের মন জুড়িয়ে দেয়। যাওয়ার পথের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অ্যাডভেঞ্চার তো রয়েছেই।

বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে এবং রুমা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে বগালেকের অবস্থান। ফানেল বা চোঙা আকৃতির ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এ লেক। অদ্ভুত গঠনাকৃতির লেকটি অনেকটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো। লেকের পানি প্রায় পুরোপুরি নীল। নীল এই লেকের সঠিক গভীরতা বের করা যায়নি এখন পর্যন্ত। স্থানীয়ভাবে দুইশ থেকে আড়াইশ ফুট বলা হয়ে থেকে। এর আশপাশে পানির কোনো উৎসও নেই। তবে বগালেক যে উচ্চতায় অবস্থিত তা থেকে ১৫৩ মিটার নিচে একটি ছোট ঝরনার উৎস আছে, যা বগাছড়া (জ্বালা-মুখ) নামে পরিচিত। মজার বিষয় হচ্ছে, লেকের পানি প্রতি বছর এপ্রিল থেকে মে মাসে হয়ে যায় ঘোলাটে।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা বগালেক থেকে দৃষ্টি যত দূর যায় সবুজ আর সবুজ। পাহাড়িপথের প্রাকৃতিক নৈসর্গ পর্যটকদের নিয়ে যায় অন্য জগতে। লেকে উঠতে হয় সরু ও আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি মেঠো পথ বেয়ে। মনে হবে যেন এখনই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু লেক দেখার পর নিমিষেই উবে যায় সব কষ্ট। লেকের পানিতে ডুব দিলে মনে হবে পৃথিবীর সব শান্তি যেন প্রকৃতির এই সবুজ আঙিনায়। পানির ওপর থেকে যখন নিচে পা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, উপভোগ্য হয়ে ওঠে আয়নায় মুখ দেখার অনুভূতি। পড়ন্ত বিকেলে দৃষ্টিজুড়ে পাহাড়ঘেরা সবুজ অরণ্য রাঙিয়ে তুলবে যে কাউকে। রাজ্যের তাবত বিষণ্ন ভরকরা মনকেও মুগ্ধতার পরশে জাগিয়ে দেবে এই সুন্দর বিকেল। রাতে চাঁদের আলো-আঁধারি খেলা বিদঘুটে বিষণ্ন মনকেও জাগিয়ে তুলবে মুহূর্তে।

লেকের পাশে বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র উপজাতীয় বম ও খুমি সম্প্রদায়। তাদের বসতঘর ও পর্যটকদের জন্য নির্মিত ছোট ছোট কটেজগুলো রাত কাটানোর জন্য ব্যতিক্রমী এক অনুষঙ্গ বলা যায়। সেই সঙ্গে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এখানকার আদিবাসীদের জীবনধারায় পাশ্চাত্য প্রভাবও দেখার মতো।

যেভাবে যাবেন : বগালেকে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে শীত মওসুম। বান্দরবান সদর থেকে বাস বা জিপ যোগে (স্থানীয় নাম চান্দের গাড়ি) রুমা উপজেলার স্টেশন। সেখান থেকে ফের জিপযোগে বগালেক। তবে এসব গাড়ি সরাসরি বগালেকে যায় না। রুমা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার পর্যন্ত জিপে করে যাওয়া যায়। এরপর কমলা বাজার থেকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে আরো প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটতে হয়। মূলত এই অংশটুকুই যেমন অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের, তেমনি উপভোগ্যও।

আঁকাবাঁকা পথ : রুমা থেকে বগালেক যাওয়ার সময় পড়বে অনেক আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ। হেঁটে গেলে সময় লাগতে পারে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা (ব্যক্তিভেদে)। চান্দের গাড়িতে করে গেলে সময় লাগবে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। মাঝে মাঝে চান্দের গাড়ির ঝাঁকুনির ভয়ে অনেকের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। গাড়ি এত বাঁকা হয়ে উপরে ওঠে যে তখন সামনে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অনেক সাহসী মানুষও একটু হলেও ভয় পান।

কিংবদন্তি : বগালেক সৃষ্টির নানা রহস্য নিয়ে এলাকায় জনশ্রুতি আছে। তবে এর কোনো সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মানুষের মুখে মুখে ছড়ায় কাহিনীগুলো।

বগালেক ছিল উপজাতি অধ্যুষিত ৬০টি পরিবারের একটি পাড়া। পাড়ার ছিল এক

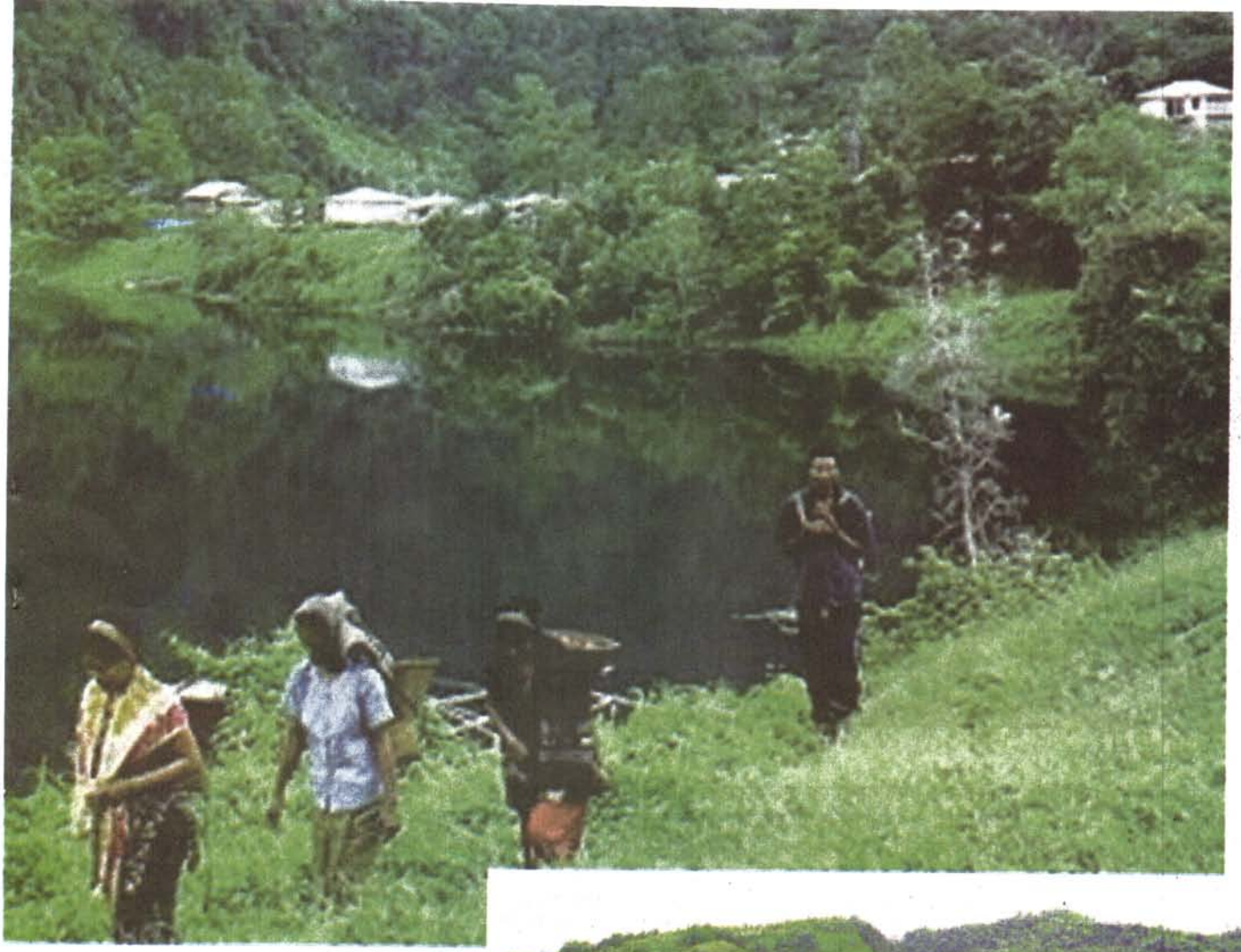

রাজা। রাজার এক মেয়ে ছিল। মেয়েটি ভালবাসতো পাড়ার এক যুবককে। এক সময় মারা যায় রাজার মেয়ে। তখন রাজা ঘোষণা দেন তার মেয়েকে যে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে, রাজা তাকে তার অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দেবেন এবং রাজার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। এ ঘোষণার পর আবির্ভাব ঘটল নায়ক খুয়াইতাহামতনের। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত কবিরাজ। এ কবিরাজ এলাকায় এসে রাজার মৃত কন্যাকে ভালো করবেন বলে জানান। খুয়াইতাহামতন রাজার মৃত কন্যাকে ভালো করলেন। কথামতো রাজা নায়ক খুয়াইতাহামতনের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিয়ে অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দেন। এর এক পর্যায়ে রাজার মেয়ের পুরনো প্রেমিকের আবির্ভাব ঘটল। মেয়েও তার পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে প্রেম করতে লাগল। তারা দুজনে নায়ক খুয়াইতাহামতনকে মেরে ফেলার ফন্দি আঁটল।

এ উদ্দেশ্যে রাজার মেয়ে একদিন ভান করল সে বুনো শুয়োরের কলজে খাবে। স্বামী খুয়াইতাহামতন স্ত্রীর আবদার রাখতে বনে গিয়ে একটি বুনো শুয়োর মেরে তার কলজেটা নিয়ে এলো। কিন্তু তা স্ত্রীর পছন্দ হলো না। পরেরদিন নায়ক আবার জঙ্গলে গিয়ে একটি বড় শুয়োর মারতে গেলে নিজেই মৃত্যুর মুখে পড়েন। তাকে পাড়ার ভেতরে একটি বাড়ির নিচে কবর দেয়া হয়। সে কবর একটি গর্তে পরিণত হয়। গর্তের ভেতর খুয়াইতাহামতন একটি বিশাল আকৃতির ড্রাগনে রূপান্তরিত হন। এরপর ওই এলাকায় একদিন মানুষ হারিয়ে যায়, অন্যদিন পশু হারিয়ে যেতে থাকে। রাজা এর কারণ খুঁজতে গিয়ে কবরের গর্তে বিশাল আকৃতির ড্রাগনের সন্ধান পান। রাজা এ ড্রাগনটি হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। একটি বড় বঁড়শিতে মুরগি গেঁথে গর্তের মুখে দেয়া হলো। ড্রাগনটি মুরগি খেতে গিয়ে বঁড়শির সঙ্গে আটকে গেল। আর পাড়ার লোকেরা ড্রাগনটিকে টানতে টানতে অর্ধেক পর্যন্ত এনে কেটে ফেলল। সেই অর্ধেক ড্রাগন পাড়ার সবাই মিলে ভাগ করে রান্না করে খেল। কিন্তু পাড়ার এক বুড়ি ড্রাগনের মাংস খাননি। ওইদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বুড়িকে স্বপ্নে দেখানো হলো এই পাড়া ধ্বংস হয়ে যাবে, তুমি সরে যাও। বুড়ি সরে পড়লে পাড়াটি ঠিকই পানির নিচে তলিয়ে যায়। সেই থেকে বগালেকের সৃষ্টি।